দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR 1 6 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪ ...

1161

ফতোয়াবাজির শিকার নীলফামারীর এনজিও স্কুল শিক্ষিকা

নীলফামারী, ১৫ এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা) ॥ এবার প্রভাবশালী ফতোয়াবাজ গোষ্ঠীর কবলে পড়েছে এক বেসরকারী সংস্থার স্কুল শিক্ষিকা। ফতোয়াবাজরা অভিনব কায়দায় ফতোয়া

(২-পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ফতোয়াবাজির শিকার

(প্রথম পাতার পর)

জারি করে উক্ত শিক্ষিকাকে স্কুল থেকে জোরপূর্বক বের করে দিয়েছে। এমনকি শিক্ষিকাকে চাকরিচ্যুত করার দাবি জানিয়ে স্কুলটিতে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষিকা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে। বর্তমানে স্কুলটির ১৮০ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ফতোয়াবাজির এই জঘন্যতম ঘটনাটি ঘটেছে জেলার জলঢাকা থানার খুটামারা ইউনিয়নের হরিশচন্দ্র পাঠগ্রামে।

জানা যায়, উক্ত গ্রামে গণসাহায্য সংস্থা পরিচালিত আনন্দ নিকেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পারুল বেগম (২২)। তিনি উক্ত ইউনিয়নের বামনাবামনী গ্রামের আছির উদ্দিনের কন্যা। গেল কোরবানি ঈদের ছুটিতে শিক্ষিকা পারুল নিজের পছন্দে হরিশচন্দ্র গ্রামের মাহাতাব উদ্দিনের পুত্র রশিদুল ইসলামকে (২৫) বিয়ে করেন। এই বিয়ের ঘটনা উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ মেনে নিলেও গ্রামের প্রভাবশালী মৌলবাদচক্র এটিকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করে। ঈদের ছুটির পর শিক্ষিকা গত ১০ এপ্রিল স্কুলে গেলে গ্রামের প্রভাবশালী মৌলবাদচক্রটি স্কুলে হানা দেয়। তারা গ্রামের লোকজন জড়ো করে শিক্ষিকা পারুলের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে বলে, যে প্রেম করে অবৈধভাবে বিয়ে করতে পারে সে কি শিক্ষা দেবে। তাই তারা শিক্ষিকা পারুলকে জোরপূর্বক স্কুল থেকে বের করে দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট শিক্ষিকার চাকরিচ্যুতির দাবি জানায়। সংস্থা কর্তৃপক্ষ ফতোয়াবাজ গোষ্ঠীর দাবি মেনে না নেয়ায় ফতোয়াবাজরা গত ১২ এপ্রিল স্কুলটিতে তালা লাগিয়ে দেয়। ফলে স্কুলের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ১৮০ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়েছে। ঘটনায় সংস্থা কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।